MAY 13

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা এবং শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান সংরক্ষণ ও উন্নত বিশ্বের সঙ্গে শিক্ষামূলক ভাব বিনিময়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় শান্ত, নির্মল, অনাবিল পরিবেশে ১৯৯৫ সালে গড়ে উঠে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

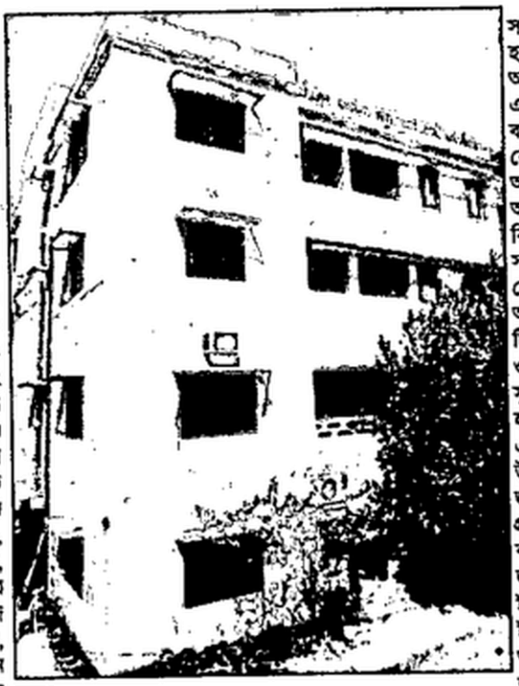

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ এ বি এম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান, আইন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের পাঠদান পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও ৬টি বিভাগে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ, এমবিএ), আইন (এলএলবি, এলএলএম), ইংরেজী (বিএ অনার্স, এমএ), সমাজ বিজ্ঞান (বিএসএস, এমএসএস) এবং এমএ ইন ইংরেজী (আড়াই বছর মেয়াদী) পাঠদান করা হয়। ইউনিভার্সিটির আকর্ষণীয় দিক হল– এমএ ইন ইংরেজী কোর্সে যে কোন বয়সের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারে। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে পাঠ্যসূচী ছাড়াও প্যারালাল এন্ড ডিস্ট্রিবিউটেড, ডিএলএসআই, ভিএলএসএসআই ডিজাইন এন্ড টেস্টিং, ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং শিক্ষা দেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'ওরাকল ডাটাবেজ' কোর্স সমন্বয় করা হয়েছে। ২টি সফটওয়্যার, ১টি ডিজিটাল, ১টি হার্ডওয়্যার এবং ১টি ইন্টারনেট অনলাইনসহ ৫টি ল্যাব আছে। এলএলবি (অনার্স) এলএলএমএ বাধ্যতামূলক মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হয়। এই কোর্স অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, বিশিষ্ট আইনবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি অলাভজনক। সাধারণ আয়ের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার সুবিধার্থে অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় টিউশন ফি কম নেয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রায় ৪ হাজার বইসমৃদ্ধ ইউনিভার্সিটিতে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এ ছাড়া উন্নত মানের দেশী, বিদেশী অনেক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি কিছু দিনের মধ্যে কম্পিউটারাইজড করা হবে বলে জানা যায়।

ইউনিভার্সিটির অধীনে ৩টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ঢাকার অদূরে আমিন বাজারে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য ৫.৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। সেখানে আধুনিক ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামোর বিষয়ে পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।

❑ মিথুন কামাল